ষষ্ঠ অধ্যায়

দৈত্যবালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ

এই অধ্যায়ে সহপাঠীদের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর দৈত্যবালক বন্ধুদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বিশেষ করে মানব-সমাজের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জীবনের শুরু থেকেই ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয়ে আগ্রহশীল হওয়া। শৈশব থেকে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, ভগবানই হচ্ছেন সকলের আরাধ্য। জড়-জাগতিক সুখভোগের ব্যাপারে অধিক আগ্রহশীল হওয়া উচিত নয়; পক্ষান্তরে, অনায়াসে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এবং যেহেতু মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, তাই পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা উচিত। ভ্রান্তিবশত কেউ মনে করতে পারে, "জীবনের শুরুতে আমরা জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করব, এবং বৃদ্ধ বয়সে আমরা কৃষ্ণভক্ত হতে পারি।" এই প্রকার বৈষয়িক চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, কারণ বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। তাই, জীবনের শুরু থেকেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া উচিত (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*)। এটিই প্রতিটি জীবের কর্তব্য। জড়-জাগতিক শিক্ষা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষা গুণাতীত চিন্ময়। মানব-সমাজে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রহ্লাদ মহারাজ নারদ মুনির কাছ থেকে কিভাবে এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই রহস্য তিনি প্রকাশ করেছেন। পরম্পরার ধারায় প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম গ্রহণ করার ফলে, আধ্যাত্মিক জীবনের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেই পন্থা অবলম্বন করার জন্য কোন জড়-জাগতিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না।

প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠীরা তাঁর উপদেশ শ্রবণ করার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিভাবে তিনি এত জ্ঞান এবং পারমার্থিক উন্নতি লাভ করেছেন। এইভাবে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **কৌমারঃ**—বাল্যকালে; **আচরেৎ**—অভ্যাস করা উচিত; **প্রাজ্ঞঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **ধর্মান্**—ধর্ম; **ভাগবতান্**—ভগবদ্ভক্তি; **ইহ**—এই জীবনে; **দুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **মানুষম্**—মনুষ্য; **জন্ম**—জন্ম; **তৎ**—তা; **অপি**—ও; **অধ্রুবম্**—নশ্বর; **অর্থদম্**—অর্থপূর্ণ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করে জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই, অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, এবং অন্যান্য শরীরের মতো অনিত্য হলেও তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব। নিষ্ঠাপূর্বক কিঞ্চিৎ মাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করলেও মানুষ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতা এবং বেদ অধ্যয়ন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবদ্ভক্তির আদর্শ স্তরে উন্নীত করা। তাই বৈদিক প্রথায় জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে শৈশব থেকে, অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়স থেকেই মানুষ এমনভাবে আচরণ করতে শেখে, যার ফলে সে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪০) বলা হয়েছে, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—"ভগবদ্ভক্তির পথে স্বল্প উন্নতি সাধন করতে পারলেও মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" আধুনিক সভ্যতা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করছে না বলে তা মানুষকে এতই নিষ্ঠুরভাবে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে, শিশুদের ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার অজুহাতে, মাকে তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করার শিক্ষা দিচ্ছে। আর ভাগ্যক্রমে কোন সন্তান যদি রক্ষা পেয়ে যায়, তা হলে তাকে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে ক্রমশ সারা পৃথিবী জুড়ে মানব-সমাজ জীবনের প্রকৃত সাফল্যের প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষেরা তাদের দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের

অপব্যবহার করে কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন যাপন করছে। তার ফলে তারা চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির নিম্নতম যোনিতে পুনরায় দেহান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা প্রদান করে মানব-সমাজের সেবা করার জন্য আগ্রহী, যা মানুষকে পুনরায় পশুজীবনে অধঃপতিত হওয়ার থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বেই উল্লেখ করেছেন যে, ভাগবত-ধর্মে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্য সখ্যমাত্মনিবেদনম্* নিহিত রয়েছে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গৃহে সমস্ত শিশু এবং যুবকদের ভগবানের কথা শ্রবণ করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে *ভগবদ্গীতার* উপদেশ শ্রবণ করতে হয়, সেই উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে হয় এবং তার ফলে পশুজীবনে অধঃপতিত হওয়ার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হতে হয়। এই কলিযুগে ভাগবত-ধর্ম অনুশীলন করা অত্যন্ত সহজ করে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার প্রয়োজন। যাঁরা এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবেন, তাঁদের অন্তর সর্বতোভাবে নির্মল হবে, এবং তার ফলে তাঁরা সংসার-চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করবেন।

শ্লোক ২

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্ ।
যদেষ সর্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥ ২ ॥

যথা—যেহেতু; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষস্য**—জীবের; **ইহ**—এখানে; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পাদ-উপসর্পণম্**—শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা; **যৎ**—যার ফলে; **এষঃ**—এই; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **আত্ম-ঈশ্বরঃ**—আত্মার ঈশ্বর, পরমাত্মা; **সুহৃৎ**—সর্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু।

অনুবাদ

মনুষ্য-জীবন ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। তাই প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়া। এই ভগবদ্ভক্তি স্বাভাবিক, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলেরই পরম প্রিয়, পরমাত্মা এবং পরম সুহৃদ্।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) তাই ভগবান বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে, এবং সর্বলোকের মহেশ্বর ও সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" কেবল এই তিনটি তত্ত্ব—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমগ্র সৃষ্টির পরম ঈশ্বর, তিনি সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ এবং তিনি সব কিছুর পরম ভোক্তা—অবগত হওয়ার ফলে যথার্থ সুখ এবং শান্তি লাভ করা যায়। এই চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জীব সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নরূপে ভ্রমণ করেছে, কিন্তু যেহেতু সে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, অতএব সে জন্ম-জন্মান্তরে কেবল দুঃখ-কষ্টই ভোগ করেছে। অতত্রব মানব-সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, ভগবানের সঙ্গে বা বিষ্ণুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। প্রতিটি জীবেরই ভগবানের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। তাই মানুষের কর্তব্য শান্তরসে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে অথবা দাস্যরসে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করে, সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, বাৎসল্যরসে পিতামাতার মতো শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন করে অথবা মাধুর্যরসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবিড় প্রেমপরায়ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করা। এই সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে প্রেম। সকলেরই প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু, এবং তাই সকলেরই কর্তব্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/৩৮) ভগবান বলেছেন—*যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্।* জীব যে শরীরেই থাকুক না কেন, সে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম প্রিয়, পরমাত্মা, পুত্র, বন্ধু এবং গুরু। মনুষ্য-জীবনেই কেবল ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব, এবং সেটিই শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। বস্তুতপক্ষে, সেটিই জীবনের পরম সিদ্ধি এবং শিক্ষার পরম পূর্ণতা।

শ্লোক ৩

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্ ।
সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥ ৩ ॥

সুখম্—সুখ; **ঐন্দ্রিয়কম্**—জড় ইন্দ্রিয় বিষয়ক; **দৈত্যাঃ**—হে দৈত্য-কুলোদ্ভূত বন্ধুগণ; **দেহ-যোগেন**—বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করার ফলে; **দেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবদের; **সর্বত্র**—সর্বত্র (যে কোন যোনিতে); **লভ্যতে**—লাভ হয়; **দৈবাৎ**—দৈবের আয়োজনে; **যথা**—যেমন; **দুঃখম্**—দুঃখ; **অযত্নতঃ**—প্রযত্ন ব্যতীত।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে দৈত্য-কুলোদ্ভূত বন্ধুগণ, দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগবশত যে ইন্দ্রিয় সুখ তা যে কোন যোনিতেই পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে লাভ হয়ে থাকে। এই প্রকার সুখ আপনা থেকেই কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই লাভ হয়, ঠিক যেমন বিনা প্রয়াসে দুঃখলাভ হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতে যে কোন প্রকার জীবনেই, তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ ভোগ হয়। কেউই দুঃখ চায় না, তবুও তা আসে। তেমনই, আমরা যদি জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা নাও করি, তা হলেও তা আপনা থেকেই আসবে। এই সুখ এবং দুঃখ কোন রকম প্রচেষ্টা ব্যতীতই, যে কোন যোনিতেই লাভ হয়। তাই দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সুখ লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। মনুষ্য-জীবনে আমাদের একমাত্র কর্তব্য ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। জড় শরীর গ্রহণ করা মাত্রই সুখ এবং দুঃখ আসে, তা সে যে প্রকার শরীরই হোক না কেন। কোন অবস্থাতেই আমরা এই সুখ এবং দুঃখ এড়াতে পারি না। তাই মনুষ্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

শ্লোক ৪

তৎপ্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্ ।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ৪ ॥

তৎ—সেই (ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের) জন্য; **প্রয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **ন**—না; **কর্তব্যঃ**—করণীয়; **যতঃ**—যা থেকে; **আয়ুঃ-ব্যয়ঃ**—আয়ুর অপচয়

ততঃ—অতএব; **যতেত**—যত্ন করা উচিত; **কুশলঃ**—জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি যত্নশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **ক্ষেমায়**—জীবনের প্রকৃত লাভের জন্য, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **ভবম্ আশ্রিতঃ**—সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ; **শরীরম্**—দেহ; **পৌরুষম্**—মনুষ্য; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ন**—না; **বিপদ্যেত**—অকৃতকার্য হয়; **পুষ্কলম্**—পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ।

অনুবাদ

অতএব জড় জগতে অবস্থানকালে (ভবমাশ্রিতঃ), পূর্ণরূপে সুযোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য সৎ এবং অসতের পার্থক্য নিরূপণ করে, যে পর্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব-শরীরটি রয়েছে, ততক্ষণ ভীত না হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের শুরুতেই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ*। *প্রাজ্ঞ* শব্দটির অর্থ যিনি অভিজ্ঞ এবং ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। এই প্রকার ব্যক্তির নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কুকুর-বিড়ালের মতো পরিশ্রম করে তাঁর দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের এবং নিজের শক্তির অপচয় করা উচিত নয়।

এই শ্লোকে একটি শব্দের দুইভাবে পাঠ হয়ে থাকে। *ভবম্ আশ্রিতঃ* এবং *ভয়ম্ আশ্রিতঃ*—তবে এই দুইটি শব্দেরই একই অর্থ হয়। *ভয়ম্ আশ্রিতঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জড়-জাগতিক জীবন সর্বদা ভয়াবহ, কারণ তার প্রতি পদেই বিপদ। জড়-জাগতিক জীবন ভয় এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। তেমনই, *ভবম্ আশ্রিতঃ* শব্দটিও অনর্থক দুঃখ-দুর্দশা এবং সমস্যাকে ইঙ্গিত করে। কৃষ্ণভক্তির অভাবে মানুষ এই ভবসাগরে পতিত হয়ে নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দ্বারা বিচলিত হয়। তার ফলে মানুষ নিশ্চিতভাবে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়।

মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা উচিত, কিন্তু প্রত্যেকেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি-বিহীন হয়, তা হলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে তার স্থিতির অবশ্যই কোন অর্থ হয় না। বলা হয়েছে, *স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ*—উচ্চ বর্ণেই হোক অথবা নিম্ন বর্ণেই হোক, যে স্তরেই সে থাকুক না কেন, কৃষ্ণভক্তির অভাবে মানুষের পতন অবশ্যম্ভাবী। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি তাই সর্বদাই অধঃপতিত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকেন। এটিই হচ্ছে বিধি। মানুষের পক্ষে উচ্চপদ থেকে

অধঃপতিত হওয়া উচিত নয়। যখন দেহ সুস্থ এবং সবল থাকে, তখন জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমাদের এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত যাতে আমাদের মন এবং বুদ্ধি সর্বদা সুস্থ এবং সবল থাকে, যার ফলে আমরা সমস্যা জর্জরিত জীবন থেকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি। চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্তব্য এইভাবে আচরণ করা, ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং তার ফলে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া।

শ্লোক ৬

পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্ধং চাজিতাত্মনঃ ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেঽন্ধং প্রাপিতস্তমঃ ॥ ৬ ॥

পুংসঃ—প্রতিটি মানুষের; **বর্ষ-শতম্**—একশ বছর; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আয়ুঃ**—আয়ু; **তৎ**—তার; **অর্ধম্**—অর্ধ; **চ**—এবং; **অজিত-আত্মনঃ**—যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের দাস; **নিষ্ফলম্**—বিনা লাভে, অনর্থক; **যৎ**—যেহেতু; **অসৌ**—সেই ব্যক্তির; **রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **শেতে**—শয়ন করে; **অন্ধম্**—অজ্ঞান (তার দেহ এবং আত্মাকে ভুলে গিয়ে); **প্রাপিতঃ**—পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর। কিন্তু যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, তার সেই একশ বছরের অর্ধেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়, কারণ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে, রাত্রিবেলায় সে বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকে। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির আয়ুষ্কাল মাত্র পঞ্চাশ বছর।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, মানুষ এবং একটি পিপীলিকা—সকলেরই আয়ু একশ বছর, কিন্তু তাদের একশ বছর আয়ু পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই জগৎ আপেক্ষিক, অতএব আপেক্ষিক কালও ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন। তাই ব্রহ্মার একশ বছর মানুষের একশ বছরের সমান নয়। *ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি, ব্রহ্মার বারো ঘণ্টা মানুষের ৪৩,০০,০০০ = ১০০০ বছর (*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*)। এইভাবে *বর্ষশতম্* বা একশ বছর স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে আপেক্ষিকভাবে ভিন্ন। মানুষদের সম্বন্ধে এখানে যে গণনা দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ মানুষদের পক্ষে

যথার্থ। যদিও মানুষের আয়ুষ্কাল বড় জোর একশ বছর, কিন্তু তার মধ্যে পঞ্চাশ বছরের অপচয় হয় নিদ্রার ফলে। দেহের চারটি আবশ্যকতা হচ্ছে—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই সমস্ত আবশ্যকতাগুলি হ্রাস করা অবশ্য কর্তব্য। তার ফলে তিনি তাঁর আয়ুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

শ্লোক ৭

মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ ॥ ৭ ॥

মুগ্ধস্য—মোহগ্রস্ত অথবা অজ্ঞান ব্যক্তির; **বাল্যে**—বাল্যকালে; **কৈশোরে**—কিশোর বয়সে; **ক্রীড়তঃ**—খেলা করে; **যাতি**—অতিবাহিত হয়; **বিংশতিঃ**—কুড়ি বছর; **জরয়া**—বৃদ্ধাবস্থার দ্বারা; **গ্রস্তদেহস্য**—গ্রস্ত ব্যক্তির; **যাতি**—অতিবাহিত হয়; **অকল্পস্য**—সংকল্প-বিহীন, জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সম্পাদনেও অক্ষম হয়ে; **বিংশতিঃ**—আরও কুড়ি বছর।

অনুবাদ

বাল্যকালে মোহগ্রস্ত অবস্থায় দশ বছর অতিবাহিত হয়। তেমনই, কৈশোরে খেলাধুলায় মগ্ন থেকে আরও দশ বছর অতিবাহিত হয়। এইভাবে কুড়ি বছর বিফলে যায়। তেমনই, বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত হয়ে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে অক্ষম হওয়ার ফলে, আরও কুড়ি বছর বৃথা অতিবাহিত হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনা-বিহীন মানুষের বাল্য এবং কৈশোরের কুড়ি বছর বৃথা নষ্ট হয়, এবং বৃদ্ধ অবস্থায় কোন রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে অক্ষম হয়ে এবং তার পুত্র ও পৌত্রদের জন্য কি করবে এবং কিভাবে তার সম্পত্তি রক্ষা করবে এই দুশ্চিন্তায় আরও কুড়ি বছর নষ্ট হয়। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে অর্ধেক সময় নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অধিকন্তু, তার বাকি জীবনের আরও ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। এইভাবে যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয় এবং কিভাবে মনুষ্য-জীবনের সদ্ব্যবহার করতে হয় তা জানে না, তার একশ বছরের মধ্যে সত্তর বছর বৃথা অতিবাহিত হয়।

শ্লোক ৮

দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা ।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি ॥ ৮ ॥

দুরাপূরেণ—যা কখনও পূর্ণ হয় না; **কামেন**—জড় জগৎকে ভোগ করার তীব্র বাসনার দ্বারা; **মোহেন**—মোহের দ্বারা; **চ**—ও; **বলীয়সা**—যা অত্যন্ত প্রবল ও ভয়ঙ্কর; **শেষম্**—জীবনের অবশিষ্ট কাল; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-জীবনে; **সক্তস্য**—অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তির; **প্রমত্তস্য**—উন্মাদ; **অপযাতি**—বৃথা অতিবাহিত হয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

যার মন এবং ইন্দ্রিয় অসংযত, তার অতৃপ্ত কামনা এবং প্রবল মোহের ফলে, পারিবারিক জীবনের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার উন্মত্ত ব্যক্তির বাকি জীবনও বিফলে যায়, কারণ সেই কয়টি বছরেও সে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

এটিই মানুষের জীবনের একশ বছরের হিসাব। যদিও এই যুগে মানুষের পক্ষে একশ বছর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু সে যদি একশ বছর বাঁচেও, তা হলে সেই একশ বছরের হিসাব হচ্ছে যে, পঞ্চাশ বছর নিদ্রায় বৃথা অতিবাহিত হয়, বাল্য এবং কৈশোরের-কুড়ি বছর এবং জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় কুড়ি বছর অতিবাহিত হয়। তারপর আর যে কয়েকটি বছর বাকি থাকে, সেই সময়ও পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির ফলে ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে অতিবাহিত হয়। তাই জীবনের শুরু থেকেই আদর্শ ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করলেও, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুশীলন করে পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়ের জীবন যাপন করা যায়। গৃহস্থ-জীবনের পর বনে গিয়ে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করা এবং তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেটিই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। যারা অজিতেন্দ্রিয়, যারা তাদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে পারে না, তাদের জীবনের শুরু থেকেই কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের শিক্ষা দেওয়া হয়, যা আমরা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে দেখেছি। তার ফলে মানুষের আয়ুর পূর্ণ একশ বছরও বৃথা অপচয় ও অপব্যবহার হয়,

এবং মৃত্যুর পর তাকে অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হতে হয়, যে দেহটি মানুষের দেহ নাও হতে পারে। যে ব্যক্তি তপস্যা অনুষ্ঠান করে মানুষের মতো আচরণ করেনি, তার জীবনের একশ বছরের পর তাকে নিশ্চিতভাবে কুকুর, বিড়াল অথবা শূকরের দেহ ধারণ করতে হবে। তাই কাম-বাসনাপূর্ণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জীবন অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শ্লোক ৯

কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্ ॥ ৯ ॥

কঃ—কি; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-জীবনে; **পুমান্**—মানুষ; **সক্তম্**—অত্যন্ত আসক্ত; **আত্মানম্**—নিজের; **অজিতেন্দ্রিয়ঃ**—যে তার ইন্দ্রিয়গুলি জয় করেনি; **স্নেহ-পাশৈঃ**—স্নেহের বন্ধনের দ্বারা; **দৃঢ়ৈঃ**—অত্যন্ত বলবান; **বদ্ধম্**—হাত পা বাঁধা অবস্থায়; **উৎসহেত**—সমর্থ; **বিমোচিতুম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মুক্ত হতে সমর্থ হয়? গৃহাসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী-পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহরূপ রজ্জুর দ্বারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের প্রথম প্রস্তাব ছিল *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ*—"বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা।" *ধর্মান্ ভাগবতান্* শব্দ দুইটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ধর্ম। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" জড় জগতে অবস্থানকালে আমরা তথাকথিত সমস্ত ধর্মের নামে কত মতবাদ সৃষ্টি করি, কিন্তু আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্র থেকে নিজেদের মুক্ত করা। সেই উদ্দেশ্যেই সর্বপ্রথমে মানুষকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কর্তব্য, বিশেষ করে গৃহস্থ-জীবন থেকে। গৃহস্থ-আশ্রম প্রকৃতপক্ষে বিষয়াসক্ত

ব্যক্তিদের জন্য বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থেকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অনুমোদন। তা ছাড়া গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করার কোন আবশ্যকতাই নেই।

গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে, গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে গুরুকুলে ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা লাভ করা উচিত। *ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১২/১)। জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচারীকে শ্রীগুরুদেবের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মচারীকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়, সমস্ত স্ত্রীদের মা বলে সম্বোধন করতে হয়, এবং সে যা সংগ্রহ করে তা সবই গুরুদেবকে নিবেদন করতে হয়। এইভাবে সে ইন্দ্রিয়সংযম এবং গুরুদেবের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করার শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষা সমাপ্ত করার পর, সে যদি চায় তা হলে সে বিবাহ করতে পারে। তখন সে আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ পরায়ণ একজন সাধারণ গৃহস্থ হয় না। যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত গৃহস্থ ক্রমশ তাঁর গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য বনে গমন করেন এবং অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে বলেছেন যে, সমস্ত জড়-জাগতিক উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বনে গমন করা প্রয়োজন। *হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম্*। মানুষের কর্তব্য গৃহরূপ অন্ধকূপ পরিত্যাগ করা। তাই প্রথম উপদেশ হচ্ছে গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করা (*গৃহমন্ধকূপম্*)। কিন্তু, কেউ যদি অজিতেন্দ্রিয় হওয়ার ফলে গৃহরূপ অন্ধকূপেই থাকতে চায়, তা হলে সে স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, অর্থ ইত্যাদির প্রতি স্নেহরূপ রজ্জুর বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হয়। এই প্রকার ব্যক্তি কখনও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ শৈশব কাল থেকেই প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তা হলে তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে।

ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হলে মানুষকে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হয়। তাই, ভক্তিযোগ মানে বৈরাগ্যবিদ্যা, জড়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত হওয়ার বিদ্যা।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭) কেউ যদি জীবনের শুরু থেকেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়, তা হলে সে অনায়াসেই বৈরাগ্যবিদ্যা বা অনাসক্তি লাভ করতে পারে, এবং জিতেন্দ্রিয় হতে

পারে। যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী বা ইন্দ্রিয়ের স্বামী। ইন্দ্রিয়ের স্বামী না হলে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করা যায় না। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি প্রবল প্রবণতাই জড় দেহের কারণ। পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত জড়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হয় না।

শ্লোক ১০

কো ন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্ ॥ ১০ ॥

কঃ—কে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **অর্থ-তৃষ্ণাম্**—ধন অর্জন করার প্রবল বাসনা; **বিসৃজেৎ**—ত্যাগ করতে পারে; **প্রাণেভ্যঃ**—প্রাণ থেকেও; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **যঃ**—যা; **ঈপ্সিতঃ**—অধিক বাঞ্ছিত; **যম্**—যা; **ক্রীণাতি**—প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে; **অসুভিঃ**—তার নিজের জীবন দিয়ে; **প্রেষ্ঠৈঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **তস্করঃ**—চোর; **সেবকঃ**—ভৃত্য; **বণিক**—ব্যবসায়ী।

অনুবাদ

ধন মানুষের এতই প্রিয় যে, সে ধনকে মধু থেকেও মধুরতর বলে মনে করে। তাই, সেই ধন সংগ্রহের বাসনা কে ত্যাগ করতে পারে, বিশেষ করে গৃহস্থ-জীবনে? তস্কর, পেশাদারী ভৃত্য (সৈনিক) এবং বণিক—এরা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করেও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে।

তাৎপর্য

ধন যে কিভাবে প্রাণের থেকেও প্রিয়তর হতে পারে, তার ইঙ্গিত এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। চোর তার জীবন বিপন্ন করে ধন-সম্পদ চুরি করার জন্য ধনীর গৃহে প্রবেশ করে। এইভাবে অনধিকার প্রবেশের জন্য বন্দুকের গুলিতে অথবা দ্বারপাল এবং কুকুরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে প্রাণ হারাতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চুরি করতে চেষ্টা করে। এইভাবে কেন সে তার জীবন বিপন্ন করে? কেবল কিছু ধন লাভের জন্য। তেমনই, পেশাদারী সৈন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, এবং কিছু ধন লাভের জন্য সে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করার ঝুঁকি নেয়। তেমনই, বণিক তার জীবন বিপন্ন করে নৌকায় সাগর পাড়ি দিয়ে দূর দেশে গমন করে, অথবা মুক্তা আদি মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করার জন্য গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করে।

এইভাবে প্রমাণিত হয় এবং সকলেই মনে করে যে, ধন মধু থেকেও মধুরতর। এই ধন সংগ্রহের জন্য মানুষ যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকে। গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ধনীদের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সত্য। পূর্বে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য (শূদ্র ব্যতীত সকলেই)—এই উচ্চতর বর্ণের মানুষেরা গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য এবং যোগ অভ্যাসের দ্বারা বৈরাগ্য এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের শিক্ষা লাভ করতেন। তারপর তাঁরা গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি প্রাপ্ত হতেন। তার ফলে ভারতের ইতিহাসে বহু মহান রাজা এবং সম্রাটদের গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করে বনবাসী হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যদিও তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান এবং বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর, তবুও তাঁরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন, কারণ তাঁদের জীবনের শুরুতে তাঁরা ব্রহ্মচর্যের শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের এই উপদেশ তাই অত্যন্ত উপযুক্ত—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করে জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, এবং অন্যান্য শরীরের মতো অনিত্য হলেও তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব। এমন কি নিষ্ঠাপূর্বক কিঞ্চিৎ মাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করা হলেও মানুষ পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করতে পারে।" মানব-সমাজের কর্তব্য এই উপদেশের যথার্থ সদ্ব্যবহার করা।

শ্লোক ১১-১৩

কথং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়াঃ
সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ্চ মন্ত্রান্ ।
সুহৃৎসু তৎস্নেহসিতঃ শিশূনাং
কলাক্ষরাণামনুরক্তচিত্তঃ ॥ ১১ ॥
পুত্রান্ স্মরংস্তা দুহিতৃর্হৃদয্যা
ভ্রাতৃন্ স্বসৃর্বা পিতরৌ চ দীনৌ ।
গৃহান্ মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ
বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশুভৃত্যবর্গান্ ॥ ১২ ॥

ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ
কর্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ ।
ঔপস্থ্যজৈহ্বং বহুমন্যমানঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥ ১৩ ॥

কথম্—কিভাবে; **প্রিয়ায়াঃ**—পরম প্রিয় পত্নীর; **অনুকম্পিতায়াঃ**—সর্বদা স্নেহ ও অনুকম্পা পরায়ণা; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **রহস্যম্**—নির্জন; **রুচিরান্**—অত্যন্ত মনোরম এবং বাঞ্ছনীয়; **চ**—এবং; **মন্ত্রান্**—উপদেশ; **সুহৃৎসু**—স্ত্রী এবং পুত্রের; **তৎ-স্নেহসিতঃ**—তাদের স্নেহের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে; **শিশূনাম্**—শিশুকে; **কল-অক্ষরাণাম্**—কলভাষী; **অনুরক্তচিত্তঃ**—আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তির; **পুত্রান্**—পুত্র; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **তাঃ**—তাদের; **দুহিতৃঃ**—কন্যাদের (বিবাহিত এবং পতিগৃহে নিবাসকারী); **হৃদয্যাঃ**—সর্বদা হৃদয়ের অন্তস্থলে অবস্থিত; **ভ্রাতৃন্**—ভ্রাতাগণ; **স্বসৃঃ বা**—অথবা ভগ্নীগণ; **পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা; **চ**—এবং; **দীনৌ**—যারা বৃদ্ধ অবস্থায় জরাগ্রস্ত; **গৃহান্**—গৃহস্থালির কার্য; **মনোজ্ঞ**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **উরু**—অত্যন্ত; **পরিচ্ছদান্**—আসবাবপত্র; **চ**—এবং; **বৃত্তীঃ**—অর্থ উপার্জনের বিশাল উৎস (উদ্যোগ, ব্যবসায়); **চ**—এবং; **কুল্যাঃ**—পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; **পশু**—পশুদের (গাভী, হস্তী আদি গৃহপালিত পশু); **ভৃত্য**—দাস-দাসী; **বর্গান্**—সমূহ; **ত্যজেত**—ত্যাগ করতে পারে; **কোশঃ-কৃৎ**—রেশমগুটি; **ইব**—সদৃশ; **ঈহমানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **কর্মাণি**—বিবিধ কার্যকলাপ; **লোভাৎ**—অতৃপ্ত বাসনার ফলে; **অবিতৃপ্ত-কামঃ**—যার ক্রমবর্ধমান বাসনা কখনই তৃপ্ত হয় না; **ঔপস্থ্য**—জননেন্দ্রিয়; **জৈহ্বম্**—এবং জিহ্বার সুখ; **বহুমন্যমানঃ**—অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ বলে মনে করে; **কথম্**—কিভাবে; **বিরজ্যেত**—পরিত্যাগ করতে পারে; **দুরন্ত-মোহঃ**—অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, যার অন্তরের অন্তঃস্তল সর্বদা তাদের চিত্রে পূর্ণ, সে কিভাবে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে? বিশেষত, স্নেহশীলা এবং সহানুভূতিশীলা পত্নীর নির্জন সঙ্গ স্মরণ করলে, কে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে? শিশুদের মধুর আধো আধো বুলি স্মরণ করলে কোন্ স্নেহশীল পিতা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারে? বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা এরা সকলেই অত্যন্ত প্রিয়। কন্যা বিশেষ করে পিতার অত্যন্ত প্রিয় হয়, এবং

যখন সে তার পতিগৃহে চলে যায়, তখন তার কথা পিতার সব সময় মনে হয়। সেই সঙ্গ কে পরিত্যাগ করতে পারে? আর তা ছাড়া গৃহে নানা রকম ভোগের উপকরণ থাকে, গৃহপালিত পশু এবং ভৃত্য থাকে। সেই সুখ কে পরিত্যাগ করতে পারে? গৃহাসক্ত ব্যক্তির অবস্থা ঠিক রেশমকীটের মতো, যে কোষ সে তৈরি করে, সেই কোষে বন্দী হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কেবল জিহ্বা এবং উপস্থ—এই দুটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষ এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিভাবে সে তা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে?

তাৎপর্য

গৃহস্থ জীবনের প্রথম আকর্ষণ হচ্ছে সুন্দরী এবং স্নেহশীলা পত্নী, যার আকর্ষণে গৃহের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। মানুষ তার পত্নীর সঙ্গ দুটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করে—জিহ্বা এবং উপস্থ। স্ত্রী অত্যন্ত মধুর স্বরে আলাপ করে। সেটি অবশ্যই একটি আকর্ষণ। তারপর সে জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু আহার তৈরি করে, এবং জিহ্বা যখন তৃপ্ত হয়, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি বলবান হয়ে ওঠে, বিশেষ করে জননেন্দ্রিয়। তখন পত্নী মৈথুনের মাধ্যমে আনন্দ দান করে। গৃহমেধীর জীবন মানেই মৈথুন জীবন (*যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*)। এই প্রবৃত্তি জিহ্বার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তারপর সন্তানের জন্ম হয়। আধো আধো স্বরে কথা বলে শিশু আনন্দ দান করে, এবং পুত্র-কন্যারা যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন পিতাকে তাদের শিক্ষা এবং বিবাহের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়। তারপর নিজের পিতা-মাতার দেখাশোনা করতে হয়। সামাজিক পরিবেশ এবং ভাইবোনের প্রসন্নতা বিধানের ব্যাপারেও জড়িয়ে পড়তে হয়। এইভাবে মানুষ এমনভাবে গৃহস্থালির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়। তাই গৃহকে অন্ধকূপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—*গৃহমন্ধকূপম্*। এই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে কোন বলবান ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সাহায্য ব্যতীত গৃহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। শ্রীগুরুদেব আধ্যাত্মিক উপদেশরূপ রজ্জুর সাহায্যে এই অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার লাভ করতে সাহায্য করেন। অধঃপতিত ব্যক্তির এই রজ্জুর সদ্ব্যবহার করা উচিত, তখন শ্রীগুরুদেব বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করবেন।

শ্লোক ১৪

কুটুম্বপোষায় বিয়ন্ নিজায়ু-
র্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ ।
সর্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা
নির্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ ॥ ১৪ ॥

কুটুম্ব—পরিবারের সদস্যদের; **পোষায়**—ভরণ-পোষণের জন্য; **বিয়ৎ**—অসম্মত হয়ে; **নিজ-আয়ুঃ**—নিজের আয়ু; **ন**—না; **বুধ্যতে**—বুঝতে পারে; **অর্থম্**—জীবনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন; **বিহতম্**—বিনষ্ট; **প্রমত্তঃ**—জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে উন্মত্ত হয়ে; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে; **তাপত্রয়**—(আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক) এই ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা; **দুঃখিত**—ক্লিষ্ট হয়ে; **আত্মা**—স্বয়ং; **নির্বিদ্যতে**—অনুতপ্ত হয়; **ন**—না; **স্ব-কুটুম্বরামঃ**—কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত সে বুঝতে পারে না যে, তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণে সে তার জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করছে। সে এও বুঝতে পারে না যে, পরম সত্যকে উপলব্ধি করার অত্যন্ত অনুকূল এই মনুষ্যজীবন সে অনর্থক নষ্ট করছে। কিন্তু, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং সাবধানতার সঙ্গে দেখে যে, একটি পয়সাও যেন অনর্থক নষ্ট না হয়। এইভাবে জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিরন্তর ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বেও তার জড় অস্তিত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে না।

তাৎপর্য

মূর্খ মানুষেরা মনুষ্য-জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এবং তারা বুঝতে পারে না কিভাবে তাদের মূল্যবান জীবন কেবল কুটুম্ব ভরণ-পোষণেই বৃথা নষ্ট করছে। সে টাকা-পয়সার লাভ-ক্ষতির বিচারে অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু সে এতই মূর্খ যে, সে বুঝতে পারে না জড়-জাগতিক বিচারেও সে কত ধন হারাচ্ছে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, জীবনের এক মুহূর্তও কোটি কোটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না। মূর্খ মানুষেরা কিন্তু এই মূল্যবান জীবন, এমন কি অর্থনৈতিক বিচারেও বৃথা নষ্ট করছে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদিও হিসাব নিকাশ করে ব্যবসা করতে অত্যন্ত পটু, তবুও তারা বুঝতে পারে না যে, জ্ঞানের অভাবে তারা কিভাবে তাদের মূল্যবান

জীবনের অপব্যবহার করছে। যদিও এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সর্বদা ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করছে, তবুও তারা সংসার-জীবনের নিবৃত্তি সাধন করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা
বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্তুঃ ।
প্রেত্যেহ বাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্ত-
দশান্তকামো হরতে কুটুম্বী ॥ ১৫ ॥

বিত্তেষু—ধন-সম্পত্তিতে; **নিত্য-অভিনিবিষ্টচেতাঃ**—যার মন সর্বদা মগ্ন; **বিদ্বান্**—জ্ঞান অর্জন করে; **চ**—ও; **দোষম্**—দোষ; **পরবিত্তহর্তুঃ**—প্রতারণার দ্বারা যে পরের ধন হরণ করে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **ইহ**—এই জড় জগতে; **বা**—অথবা; **অথাপি**—তা সত্ত্বেও; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়-দমন করতে সক্ষম না হওয়ার ফলে; **তৎ**—তা; **অশান্ত-কামঃ**—যার কামনা কখনও তৃপ্ত হয় না; **হরতে**—হরণ করে; **কুটুম্বী**—তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত।

অনুবাদ

যদি কোন ব্যক্তি তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণের কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে সে তার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করতে পারে না এবং তার মন সর্বদাই ধন সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থাকে। যদিও সে জানে যে পরের ধন অপহরণ করার ফলে সে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হবে এবং মৃত্যুর পর যমরাজের আইনে দণ্ডভোগ করবে, তবুও সে ধন সংগ্রহ করার জন্য অন্যদের প্রতারণা করতে থাকে।

তাৎপর্য

বর্তমান সময়ে মানুষেরা পরবর্তী জীবন অথবা যমরাজের আদালত এবং পাপ-কর্মের ফলে বিভিন্ন প্রকার দণ্ডভোগের কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু, মানুষের অন্তত এই কথা জানা উচিত যে, কেউ যদি ধন সংগ্রহ করার জন্য অন্যদের প্রতারণা করে, তা হলে সরকারের আইনে অন্তত তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ইহলোকের আইন অথবা পরলোকের আইনের পরোয়া করে না। মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন, সে যদি তার ইন্দ্রিয়-সংযম না করতে পারে, তা হলে সে পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে পারে না।

শ্লোক ১৬

বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং
পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ ।
যঃ স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাব-
স্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ॥ ১৬ ॥

বিদ্বান্—(জড়-জাগতিক জীবনের, বিশেষ করে গৃহস্থ জীবনের অসুবিধা)জেনে; **অপি**—যদিও; **ইত্থম্**—এইভাবে; **দনুজাঃ**—হে দানবগণ; **কুটুম্বম্**—পরিবারের সদস্যগণ অথবা স্বজনগণ (যেমন নিজের জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যগণ); **পুষ্ণন্**—জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি প্রদান করে; **স্ব-লোকায়**—নিজেকে বুঝতে; **ন**—না; **কল্পতে**—সমর্থ; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **যঃ**—যে; **স্বীয়**—আমার নিজের; **পারক্য**—অন্যের; **বিভিন্ন**—পৃথক; **ভাবঃ**—ধারণা সমন্বিত; **তমঃ**—কেবল অন্ধকার; **প্রপদ্যেত**—প্রবেশ করে; **যথা**—যেমন; **বিমূঢ়ঃ**—অজ্ঞান ব্যক্তি অথবা পশুসদৃশ ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে বন্ধু, দানব-নন্দনগণ! এই জড় জগতে আপাতদৃষ্টিতে বিদ্বান ব্যক্তিরাও মনে করে, "এটি আমার এবং ওটি অন্যের।" তার ফলে তারা সর্বদাই অশিক্ষিত কুকুর-বিড়ালের মতো তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা অজ্ঞানের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।

তাৎপর্য

মনুষ্য-সমাজে মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পশু-সমাজে সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেই, এবং পশুদের পক্ষে জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব নয়। তাই পশু এবং মূর্খ উভয়কেই বলা হয় বিমূঢ় এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকে বলা হয় বিদ্বান। প্রকৃত বিদ্বান হচ্ছেন তিনি, যিনি এই জড় জগতে তাঁর নিজের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন। যেমন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, *'কে আমি', 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'*। অর্থাৎ, তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন এবং তিনি জানতে চেয়েছিলেন কেন তিনি জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করছেন। এটিই জ্ঞান অর্জনের পন্থা। কেউ যদি প্রশ্ন না করে, "আমি কে?

আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?" পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালের মতো কতকগুলি পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়, তা হলে তার শিক্ষার কি প্রয়োজন? পূর্ববর্তী শ্লোকে আলোচনা করা হয়েছে যে, জীব ঠিক একটি রেশম পোকার মতো তার সকাম কর্মের বন্ধনে বন্দী হয়েছে। মূর্খ মানুষেরা সাধারণত জড় জগৎকে ভোগ করার তীব্র বাসনার ফলে তাদের কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাদের সময়ের অপচয় করে, এবং মনুষ্য-জীবন লাভ করার যথার্থ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষ করে এই কলিযুগে বড় বড় নেতা, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা, "এটি আমার এবং ওটি তোমার" এই ধারণার বশীভূত হয়ে নানা রকম মূর্খ কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে এবং তাদের নিজেদের দেশ ও সমাজের রক্ষার স্বার্থে বড় বড় নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করে। কিন্তু এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের তথাকথিত জ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও, তাদের মনোভাব ঠিক কতকগুলি কুকুর এবং বিড়ালের মতো। কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য পশুরা তাদের জীবনের প্রকৃত স্বার্থ না জেনে ক্রমশ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়। তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তিরা যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয় অথবা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মের নীতি অনুসরণ করতে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য জীবনের কোন এক সময় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করার জন্য সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করে জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭-১৮

যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্ বা
দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-
ক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ ॥ ১৭ ॥
ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু ।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ॥ ১৮ ॥

যতঃ—যেহেতু; **ন**—কখনই না; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ক্ব**—কোন স্থানে; **চ**—ও; **কুত্রচিৎ**—কোন সময়ে; **বা**—অথবা; **দীনঃ**—জ্ঞানহীন ব্যক্তি; **স্বম্**—নিজের; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অলম্**—অত্যন্ত; **সমর্থঃ**—সক্ষম; **বিমোচিতুম্**—মুক্ত করার জন্য; **কাম-দৃশাম্**—কামপরায়ণা রমণীদের; **বিহার**—মৈথুনসুখে; **ক্রীড়া-মৃগঃ**—লম্পট; **যৎ**—যা; **নিগড়ঃ**—জড় বন্ধনের শৃঙ্খল; **বিসর্গঃ**—পারিবারিক সম্পর্কের বিস্তার; **ততঃ**—সেই পরিস্থিতিতে; **বিদূরাৎ**—দূর থেকে; **পরিহৃত্য**—পরিত্যাগ করে; **দৈত্যাঃ**—হে দৈত্যনন্দন আমার বন্ধুগণ; **দৈত্যেষু**—দৈত্যদের মধ্যে; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **বিষয়-আত্মকেষু**—যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **উপেত**—শরণ গ্রহণ কর; **নারায়ণম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণের; **আদিদেবম্**—সমস্ত দেবতাদের যিনি উৎস; **সঃ**—তিনি; **মুক্ত-সঙ্গৈঃ**—মুক্ত ব্যক্তির সঙ্গের দ্বারা; **ইষিতঃ**—বাঞ্ছিত; **অপবর্গঃ**—মুক্তির পথ।

অনুবাদ

হে আমার বন্ধু দৈত্যনন্দনগণ, কোন দেশে অথবা কোন কালে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তি নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সেই সমস্ত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিরা জড়া প্রকৃতির নিয়মে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, এবং তাদের একমাত্র লক্ষ্য স্ত্রীসম্ভোগ। বস্তুতপক্ষে তারা সুন্দরী রমণীর হস্তে ক্রীড়ামৃগতুল্য। এই প্রকার জীবনের শিকার হয়ে তারা পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, এবং এইভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যারা এই প্রকার জীবনের প্রতি আসক্ত, তাদের বলা হয় অসুর। অতএব, যদিও তোমরা দৈত্যনন্দন, সেই প্রকার ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাক এবং আদিদেব ভগবান শ্রীনারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। কারণ নারায়ণের ভক্তদের চরম লক্ষ্য জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের দর্শন হচ্ছে যে, গৃহরূপ অন্ধকূপ পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা (*হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*)। এই শ্লোকেও তিনি সেই তত্ত্বই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পরিবারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, মানব-সমাজের ইতিহাসে কোন দেশে অথবা কোন কালে কেউই মুক্ত হতে পারেনি। এমন কি যারা আপাতদৃষ্টিতে বিদ্বান, তাদেরও সেই একই পারিবারিক আসক্তি রয়েছে। এমন কি বৃদ্ধ বয়সে

জরাগ্রস্ত হয়েও তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে না, কারণ তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত। আমরা পূর্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি, *যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*—তথাকথিত গৃহস্থরা কেবল মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত। তাই তারা পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, এবং তারা চায় যে তাদের সন্তান-সন্ততিরাও যেন সেইভাবেই আবদ্ধ থাকে। রমণীর হস্তে ক্রীড়ামৃগ হয়ে তারা জড় অস্তিত্বের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে অধঃপতিত হয়। *অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*। যেহেতু তারা তাদের ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাই তারা চর্বিত বস্তুই চর্বণ করতে থাকে এবং তার ফলে জড় জগতের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে অধঃপতিত হয়। এই প্রকার অসুরদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করা উচিত। তার ফলে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

শ্লোক ১৯

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ ॥ ১৯ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত ভগবান; **প্রীণয়তঃ**—তুষ্ট করে; **বহু**—অত্যন্ত; **আয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **অসুর-আত্মজাঃ**—হে অসুর-নন্দনগণ; **আত্মত্বাৎ**—পরমাত্মারূপে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সিদ্ধত্বাৎ**—অবস্থিত হওয়ার ফলে; **ইহ**—এই জগতে; **সর্বতঃ**—সর্বদিকে, সর্বকালে এবং সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

হে অসুর-নন্দনগণ, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণই সমস্ত জীবের মূল পরমাত্মা এবং পরম পিতা। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে অথবা তাঁর আরাধনা করতে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারুরই কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সর্বদাই বাস্তব, এবং তাই অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়।

তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "মানুষ অবশ্যই পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য পারিবারিক জীবন ত্যাগ

করে, তা হলে তাকে তেমনই প্রচেষ্টা করতে হবে এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। অতএব ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে কি লাভ?" এটি কোন বৈধ আপত্তি নয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) ভগবান বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।" পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ সমস্ত জীবের বীজ প্রদানকারী পিতা, কারণ সমস্ত জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ*)। পিতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে যেমন কোন অসুবিধা থাকে না, তেমনই নারায়ণের সঙ্গে জীবের স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে কোন অসুবিধা হয় না। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। কেউ যদি স্বল্পমাত্রাতেও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে, তা হলে নারায়ণ তাকে সব চাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ থেকেও উদ্ধার করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। তার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে অজামিল। অজামিল বহু পাপকর্ম করে ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং যমরাজের বিচারে সে কঠোরভাবে দণ্ডনীয় ছিল, কিন্তু মৃত্যুর সময় নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, যদিও সে ভগবান নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে ডাকেনি, নারায়ণ নামক তার পুত্রকে ডেকেছিল, তবুও সে যমরাজের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাই, নারায়ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পরিবার, জাতি, এবং রাষ্ট্রের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত যে প্রকার প্রচেষ্টা করতে হয়, সেই ধরনের কোন প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। আমরা দেখেছি কত বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাদের আচরণের অল্প ত্রুটির জন্য নিহত হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় সমাজ, পরিবার, জাতি এবং রাষ্ট্রের প্রসন্নতা বিধান করা কত কঠিন। কিন্তু নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করা মোটেই কঠিন নয়; তা অত্যন্ত সহজ।

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নারায়ণের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সেই জন্য স্বল্পমাত্রায় প্রয়াস করলেই সেই প্রচেষ্টা সফল হয়; কিন্তু তথাকথিত পরিবার, সমাজ এবং জাতির প্রসন্নতা বিধানে কেউ কখনও সফল হয় না, এমন কি সে যদি তার নিজের জীবন উৎসর্গ করেও সেই প্রচেষ্টা করে, তবুও সে কখনও সফল হতে পারে না। ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, কেউ যদি স্বল্পমাত্রায়ও প্রচেষ্টা করে, তা হলে সে পরমেশ্বর ভগবানের

প্রসন্নতা বিধান করতে সফল হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করে বলেছেন, *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্*—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের পরম বিজয় হোক!' কেউ যদি এই মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে হবে।

শ্লোক ২০-২৩

পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু ।
ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ ॥ ২০ ॥
গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা ।
এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ ॥ ২১ ॥
প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্ ।
ব্যাপ্যব্যাপকনির্দেশ্যো হ্যনির্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ ॥ ২২ ॥
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য ঈয়তে গুণসর্গয়া ॥ ২৩ ॥

পর-অবরেষু—জীবনের শ্রেষ্ঠ অথবা নারকীয় স্থিতিতে; **ভূতেষু**—জীবসমূহে; **ব্রহ্ম-অন্ত**—ব্রহ্মা পর্যন্ত; **স্থাবর-আদিষু**—বৃক্ষ-লতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে; **ভৌতিকেষু**—জড় উপাদানের; **বিকারেষু**—রূপান্তরে; **ভূতেষু**—পঞ্চ-মহাভূতে; **অথ**—অধিকন্তু; **মহৎসু**—মহত্তত্ত্বে; **চ**—ও; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণে; **গুণ-সাম্যে**—জড় গুণের সাম্য অবস্থায়; **চ**—এবং; **গুণ-ব্যতিকরে**—জড়া প্রকৃতির গুণের বিষম প্রকাশে; **তথা**—এবং; **একঃ**—এক; **এব**—কেবল; **পরঃ**—চিন্ময়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—মূল উৎস; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **অব্যয়ঃ**—ক্ষয়রহিত; **প্রত্যক্** —আভ্যন্তরীণ; **আত্ম-স্বরূপেণ**—পরমাত্মারূপে তাঁর আদি স্বরূপে; **দৃশ্য-রূপেণ**—তাঁর দৃশ্য রূপের দ্বারা; **চ**—ও; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ব্যাপ্য**—ব্যাপ্ত; **ব্যাপক**—সর্বব্যাপ্ত; **নির্দেশ্যঃ**—বর্ণনীয়; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনির্দেশ্যঃ**—অবর্ণনীয় (সূক্ষ্ম অস্তিত্বের ফলে); **অবিকল্পিতঃ**—ভেদভাব রহিত; **কেবল**—কেবল; **অনুভব-আনন্দ-স্বরূপঃ**—যাঁর রূপ আনন্দময় এবং জ্ঞানময়; **পরম-ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অন্তর্হিত**—আবৃত; **ঐশ্বর্যঃ**—যাঁর অসীম ঐশ্বর্য; **ঈয়তে**—ভুল করা হয়; **গুণ-সর্গয়া**—জড়া প্রকৃতির গুণের মিথষ্ক্রিয়া।

অনুবাদ

পরম ঈশ্বর ভগবান যিনি অচ্যুত এবং অব্যয়, তিনি বৃক্ষলতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান। তিনি নানা প্রকার জড় সৃষ্টিতে, জড় উপাদানে, মহত্তত্ত্বে, প্রকৃতির গুণে (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ), অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং অহংকারেও বিরাজমান। তিনি যদিও এক, তবুও তিনি সর্বত্র বিরাজমান, এবং তিনি চিন্ময় পরমাত্মা এবং সর্বকারণের পরম কারণ, যিনি সমস্ত জীবের অন্তরে সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। তাঁকে ব্যাপ্য এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বর্ণনাতীত। তিনি অবিকারী এবং অবিভাজ্য। তাঁকে কেবল পরম সচ্চিদানন্দরূপে অনুভব করা যায়। নাস্তিকদের কাছে মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থাকার ফলে, তারা মনে করে যে তাঁর অস্তিত্ব নেই।

তাৎপর্য

ভগবান কেবল পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের মধ্যেই বিরাজমান নন, তিনি সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে ব্যাপ্ত। তিনি সমস্ত পরিস্থিতিতে সর্বকালে বিরাজমান। তিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিরাজমান, আবার কুকুর, শূকর, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি হৃদয়েও বিরাজমান। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি কেবল জীবের হৃদয়েই বিরাজমান নন, তিনি সমস্ত জড় বস্তুতে, এমন কি অণু-পরমাণুতেও বিরাজমান। জড় বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রোটন, ইলেকট্রন আদির অন্বেষণ করছে, তিনি তার মধ্যেও বিরাজমান।

ভগবান তিনরূপে বিরাজ করেন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই তাঁকে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর অস্তিত্ব ব্রহ্মেরও অতীত। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্রহ্মরূপের দ্বারা সর্বব্যাপ্ত (*ময়া ততমিদং সর্বম্*), কিন্তু ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রহ্মের বা পরমাত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্বের চরম উপলব্ধি। যদি তিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তবুও ব্যক্তিগতরূপে অথবা সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে তিনি এক।

পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁর শরণাগত ভক্তেরা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং পরমাণুর অন্তরে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। এই উপলব্ধি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত ভক্তের পক্ষেই সম্ভব; অন্যদের পক্ষে তা অসম্ভব। সেই

কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

ভাগ্যবান জীব ভক্তিময়ী প্রবৃত্তিতে শরণাগতির পন্থা স্বীকার করেন। বিভিন্ন শরীরে, বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করার পর, জীব যখন ভগবদ্ভক্তের কৃপায় পরম সত্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*)।

দৈত্য কুলোদ্ভূত প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠীরা মনে করেছিল যে, পরম তত্ত্বের উপলব্ধি অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, আমরাও দেখেছি যে অনেকেই সেই কথা বলে। কিন্তু আসলে তা নয়। পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাই কেউ যদি বৈষ্ণব-দর্শন বুঝতে পারে, যাতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান কিভাবে সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি কিভাবে সর্বত্র কর্ম করেন, তখন তার পক্ষে ভগবানের আরাধনা করা অথবা ভগবানকে উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু ভগবৎ উপলব্ধি ভক্তসঙ্গেই কেবল সম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

বদ্ধ জীব জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভ্রমণ করছে, কিন্তু সে যদি শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে আসে এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তের উপদেশ গ্রহণ করে, তা হলে সে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার উৎস ভগবানকে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

অন্তর্যামী প্রত্যগাত্মা ব্যাপ্তঃ কালো হরিঃ স্মৃতঃ ।
প্রকৃত্যা তমসাবৃতত্বাৎ হরেরৈশ্বর্যং ন জ্ঞায়তে ॥

ভগবান অন্তর্যামীরূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান এবং শরীরের দ্বারা আবৃত আত্মায় তাঁকে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্ব-পরিস্থিতিতে বর্তমান, কিন্তু যেহেতু তিনি মায়ার যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান নেই।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্ ।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবের প্রতি; **দয়াম্**—দয়া; **কুরুত**—প্রদর্শন কর; **সৌহৃদম্**—বন্ধুত্ব; **ভাবম্**—মনোভাব; **আসুরম্**—অসুরদের (যারা শত্রু এবং মিত্রকে পৃথক করে); **উন্মুচ্য**—পরিত্যাগ করে; **যয়া**—যার দ্বারা; **তুষ্যতি**—তুষ্ট হয়; **অধোক্ষজঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত ভগবান।

অনুবাদ

অতএব দৈত্য কুলোদ্ভূত আমার বালক বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এমনভাবে আচরণ কর যাতে অধোক্ষজ ভগবান তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তোমাদের আসুরিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে শত্রুতা এবং দ্বৈতভাব রহিত হয়ে কর্ম কর। ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান প্রদান করে সমস্ত জীবের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শন কর, এবং এইভাবে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হও।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চামি তত্ত্বতঃ*—"ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" প্রহ্লাদ মহারাজ পরিশেষে তার সহপাঠী দৈত্যবালকদের সকলের কাছে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান প্রচার করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। ভগবানের বাণী প্রচার করাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৯) বলেছেন—*ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*—"এই জগতে তাঁর থেকে প্রিয় সেবক আর কেউ নেই, এবং হবেও না।" কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের মহিমা এবং ভগবানের পরমেশ্বরত্ব প্রচার করার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তির বিস্তার করার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি যদি অশিক্ষিতও হন, তবুও তিনি ভগবানের প্রিয়তম সেবক হন। এটিই ভক্তি। কেউ যখন শত্রু এবং বন্ধুর পার্থক্য না করে সমগ্র মানব-সমাজের জন্য এই সেবা সম্পাদন করেন, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তাঁর মানবজন্ম সার্থক হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই সকলকে গুরু হয়ে

কৃষ্ণভক্তির প্রচার করতে উপদেশ দিয়েছেন (*যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*)। সেটিই ভগবানকে উপলব্ধি করার সব চাইতে সহজ পন্থা। এইভাবে প্রচার করার ফলে প্রচারক নিজে সন্তুষ্ট হন এবং যাঁদের কাছে তিনি প্রচার করছেন তাঁরাও সন্তুষ্ট হন। এটিই সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পন্থা।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য ভগবান সম্বন্ধে এই তিনটি সূত্র হৃদয়ঙ্গম করা—তিনি হচ্ছেন পরম ভোক্তা, তিনিই সব কিছুর অধীশ্বর, এবং তিনিই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। প্রচারকের কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে সকলের কাছে তা প্রচার করা। তা হলেই সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হবে।

এই শ্লোকে *সৌহৃদম্* ('বন্ধুত্ব') শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সাধারণত কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং তাই তাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হতে হলে, কোন রকম ভেদাভেদের বিচার না করে তাদের কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা প্রদান করা উচিত। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, তাই প্রতিটি শরীরই শ্রীবিষ্ণুর মন্দির। এই তত্ত্বের অজুহাতে দরিদ্র-নারায়ণ আদি মনগড়া কতকগুলি ভ্রান্ত মতবাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। নারায়ণ যদি কোন দরিদ্রের গৃহে বাস করেন, তার অর্থ এই নয় যে নারায়ণ দরিদ্র হয়ে গেছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন—দরিদ্রের গৃহে এবং ধনীর গৃহেও—কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই তিনি নারায়ণই থাকেন; তিনি দরিদ্র হয়েছেন অথবা ধনী হয়েছেন বলে মনে করাটি একটি জড়-জাগতিক বিচার। তিনি সর্বদাই, সমস্ত পরিস্থিতিতেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

শ্লোক ২৫

তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে
কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ ।
ধর্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন
সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ ॥ ২৫ ॥

তুষ্টে—সন্তুষ্ট হলে; **চ**—ও; **তত্র**—তা; **কিম্**—কি; **অলভ্যম্**—অপ্রাপ্য; **অনন্তে**—পরমেশ্বর ভগবান; **আদ্যে**—সব কিছুর আদি উৎস, সর্বকারণের পরম কারণ; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **তৈঃ**—তাদের; **গুণ-ব্যতিকরাৎ**—জড়া প্রকৃতির গুণের ক্রিয়ার ফলে;

ইহ—এই জগতে; **যে**—যা; **স্বসিদ্ধাঃ**—আপনা থেকেই লাভ হয়; **ধর্ম-আদয়ঃ**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটি পুরুষার্থ; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **অগুণেন**—সাযুজ্য মুক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **কাঙ্ক্ষিতেন**—বাঞ্ছিত; **সারম্**—সার; **জুষাম্**—আস্বাদন করে; **চরণয়োঃ**—ভগবানের পাদপদ্ম যুগলের; **উপগায়তাম্**—ভগবানের গুণগানকারী; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

সর্বকারণের পরম কারণ, সব কিছুর আদি উৎস ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছেন যে সমস্ত ভক্তেরা, তাঁদের পক্ষে কিছুই অপ্রাপ্য নয়। ভগবান অন্তহীন চিন্ময় গুণের উৎস। তাই, গুণাতীত ভক্তদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তির প্রচেষ্টা করার কি প্রয়োজন—যা প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়? আমরা ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করি, এবং তাই আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদির বাসনা করার কোন প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

উন্নত সভ্যতায় মানুষ ধার্মিক হতে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে, সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে এবং চরমে মুক্তিলাভ করতে আগ্রহী থাকে। কিন্তু, সেগুলিকেই কাম্য বলে মনে করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তের এগুলি অনায়াসেই লাভ হয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, *মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্ ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ*। মুক্তি সর্বদা ভগবদ্ভক্তের দ্বারে তাঁর আদেশ পালন করার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সুযোগ পাওয়া মাত্রই ভক্তের সেবা করার প্রতীক্ষা করে। ভক্ত আপনা থেকেই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন; তাঁকে আর মুক্তির জন্য অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে, *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*—ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ত্রিগুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার অতীত।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *অগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন*—কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তাকে আর ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষের জন্য কোন রকম প্রয়াস করতে হয় না। তাই দিব্যগ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই বলা হয়েছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র*—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ হচ্ছে কৈতব

কার্যকলাপে মাৎসর্যের স্তর সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করেছেন, যাঁরা কখনও "আমার" এবং "তোমার" এর ভেদ দর্শন করেন না, পক্ষান্তরে যাঁরা কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে ভাগবত-ধর্ম অবলম্বন করার উপযুক্ত (*ধর্মান্ ভাগবতানিহ*)। যেহেতু তাঁরা নির্মৎসর অর্থাৎ কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, তাই তাঁরা অন্যদেরও ভগবদ্ভক্তে পরিণত করতে চান, এমন কি তাঁদের শত্রুদেরও। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—*কাঙ্ক্ষতে মোক্ষগমপি সুখং নাকাঙ্ক্ষতো যথা।* ভগবদ্ভক্তেরা কোন রকম জড়-জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। এমন কি তাঁরা মুক্তির সুখও কামনা করেন না। একেই বলা হয় *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।* কর্মীরা জড় সুখের আকাঙ্ক্ষা করে এবং জ্ঞানীরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি কেবল ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে এবং তাঁর মহিমা সর্বত্র প্রচার করে সন্তুষ্ট থাকেন। এই সেবাই তাঁর জীবনস্বরূপ।

শ্লোক ২৬

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা ।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥ ২৬ ॥

ধর্ম—ধর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কামঃ**—নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন; **ইতি**—এই প্রকার; **যঃ**—যা; **অভিহিতঃ**—নির্দিষ্ট; **ত্রি-বর্গঃ**—তিনটি শ্রেণী; **ঈক্ষা**—অধ্যাত্ম উপলব্ধি; **ত্রয়ী**—বৈদিক অনুষ্ঠান; **নয়**—তর্কশাস্ত্র; **দমৌ**—এবং দণ্ডনীতি; **বিবিধা**—বিবিধ প্রকার; **চ**—ও; **বার্তা**—বৃত্তি বা জীবিকা; **মন্যে**—আমি মনে করি; **তৎ**—তাদের; **এতৎ**—এই সমস্ত; **অখিলম্**—সমস্ত; **নিগমস্য**—বেদের; **সত্যম্**—সত্য; **স্ব-আত্ম-অর্পণম্**—সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ; **স্ব-সুহৃদঃ**—পরম সুহৃদের কাছে; **পরমস্য**—পরম; **পুংসঃ**—পুরুষ।

অনুবাদ

ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটিকে বেদে ত্রিবর্গ বা মোক্ষ লাভের তিনটি উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি বর্গের মধ্যেই আত্ম-উপলব্ধির বিদ্যা, বৈদিক

নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠানের পন্থা, তর্কশাস্ত্র, দণ্ডনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন বৃত্তি নিহিত রয়েছে। এগুলি বেদ অধ্যয়নের বাহ্য বিষয়, এবং তাই আমি এগুলিকে জড়-জাগতিক বলে মনে করি। কিন্তু, পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদনের পন্থাকে আমি দিব্য বলে মনে করি।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের এই উপদেশগুলি ভগবদ্ভক্তির চিন্ময়ত্ব প্রতিপাদন করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, যাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত স্তর। যে শিক্ষা বা কার্য ব্রহ্মভূত বা আত্ম-উপলব্ধির স্তরে অনুষ্ঠিত হয় না তা জড়-জাগতিক, এবং প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, জড়-জাগতিক কোন কিছুই পরম সত্য হতে পারে না, কারণ পরম সত্য চিন্ময় স্তরের বস্তু। সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) প্রতিপন্ন করে বলেছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*—"*বেদে* প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিন গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে, হে অর্জুন, তুমি সেই ত্রিগুণের স্তর অতিক্রম করে, নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও।" জড়-জাগতিক স্তরের কার্যকলাপ যদি *বেদ*-বিহিতও হয়, তবুও তা জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরম পুরুষের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত হয়ে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হওয়া। সেটিই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। সারমর্ম হচ্ছে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান এবং নির্দেশ হেয় বলে মনে করা উচিত নয়; সেগুলি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার উপায়। কিন্তু কেউ যদি চিন্ময় স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা

বৃথা শ্রম মাত্র।" কেউ যদি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম অনুষ্ঠান করে কিন্তু চরমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়ার স্তরে না আসে, তা হলে তার মুক্তি লাভের বা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রচেষ্টা কেবল সময় এবং শক্তির অপচয় মাত্র।

শ্লোক ২৭

জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায় ।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পাদারবিন্দরজসাপ্লুতদেহিনাং স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **তৎ**—তা; **এতৎ**—এই; **অমলম্**—নির্মল; **দুরবাপম্**—(ভগবদ্ভক্তের কৃপা ব্যতীত) হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন; **আহ**—বিশ্লেষণ করা হয়েছে; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **নরসখঃ**—সমস্ত জীবের (বিশেষ করে মানুষদের) বন্ধু; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **নারদায়**—দেবর্ষি নারদকে; **একান্তিনাম্**—যাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **তৎ**—সেই (জ্ঞান); **অকিঞ্চনানাম্**—যারা কোন জড়-জাগতিক সম্পদ চায় না; **পাদ-অরবিন্দ**—ভগবানের চরণ-কমলের; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **আপ্লুত**—স্নাত; **দেহিনাম্**—যাদের দেহ; **স্যাৎ**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃদ ভগবান প্রথমে এই দিব্য জ্ঞান দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নারদ মুনির মতো মহাত্মার কৃপা ব্যতীত এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যিনি শ্রীনারদ মুনির পরম্পরার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি এই গুহ্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গুহ্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত সহজ। এই গুহ্য জ্ঞান *ভগবদ্গীতার* শেষেও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ*—"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" এই জ্ঞান অত্যন্ত গোপনীয়, কিন্তু ভগবানের

প্রতিনিধি নারদ মুনির পরম্পরার অন্তর্গত গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য-বালকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই জ্ঞান যদিও কেবল নারদ মুনির মতো মহাত্মারই বোধগম্য, তবুও তাদের বিফল মনোরথ হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা কেউ যদি জড়-জাগতিক শিক্ষকের পরিবর্তে নারদ মুনির শরণাগত হন, তা হলে তাঁর পক্ষে এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। এই জ্ঞানের উপলব্ধি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণের উপর নির্ভর করে না। চিন্ময় স্তরে জীব নিঃসন্দেহে শুদ্ধ, এবং তাই যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তিনি এই গুহ্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

শ্রুতমেতন্ময়া পূর্বং জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্ ।
ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং নারদাদ্ দেবদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রুতম্—শ্রুত হয়েছে; **এতৎ**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **পূর্বম্**—পূর্বে; **জ্ঞানম্**—গুহ্য জ্ঞান; **বিজ্ঞান-সংযুতম্**—ব্যবহারিক প্রয়োগ সমন্বিত; **ধর্মম্**—সনাতন ধর্ম; **ভাগবতম্**—ভগবান সম্পর্কিত; **শুদ্ধম্**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই; **নারদাৎ**—দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে; **দেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **দর্শনাৎ**—যিনি সর্বদা দর্শন করেন।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—এই জ্ঞান আমি দেবর্ষি নারদ মুনির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, যিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত। এই জ্ঞান, যাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম, তা সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত। তা ন্যায় এবং দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৯-৩০

শ্রীদৈত্যপুত্রা ঊচুঃ

প্রহ্লাদ ত্বং বয়ং চাপি নর্তেঽন্যং বিদ্মহে গুরুম্ ।
এতাভ্যাং গুরুপুত্রাভ্যাং বালানামপি হীশ্বরৌ ॥ ২৯ ॥

বালস্যান্তঃপুরস্থস্য মহৎসঙ্গো দুরন্বয়ঃ ।
ছিন্ধি নঃ সংশয়ং সৌম্য স্যাচ্চেদ্বিস্রম্ভকারণম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-দৈত্যপুত্রাঃ উচুঃ—দৈত্যনন্দনেরা বলল; **প্রহ্লাদ**—হে প্রিয় সখা প্রহ্লাদ; **ত্বম্**—তুমি; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **ন**—না; **ঋতে**—বিনা; **অন্যম্**—অন্য কোন; **বিদ্মহে**—জানি; **গুরুম্**—গুরুদেব; **এতাভ্যাম্**—এই দুজন; **গুরু-পুত্রাভ্যাম্**—শুক্রাচার্যের পুত্র; **বালানাম্**—শিশুদের; **অপি**—যদিও; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ঈশ্বরৌ**—দুইজন নিয়ন্তা; **বালস্য**—শিশুদের; **অন্তঃপুরস্থস্য**—গৃহ বা প্রাসাদের অভ্যন্তরে থেকে; **মহৎ-সঙ্গঃ**—নারদ মুনির মতো মহাত্মার সঙ্গ; **দুরন্বয়ঃ**—অত্যন্ত কঠিন; **ছিন্ধি**—কৃপা করে দূর কর; **নঃ**—আমাদের; **সংশয়ম্**—সংশয়; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **স্যাৎ**—হতে পারে; **চেৎ**—যদি; **বিস্রম্ভ-কারণম্**—(তোমার বাণীতে) বিশ্বাসের কারণ।

অনুবাদ

দৈত্যনন্দনেরা বলল—হে প্রহ্লাদ, তুমি অথবা আমরা শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক ব্যতীত অন্য কোন গুরুকে জানি না। আমরা শিশু এবং তারা আমাদের নিয়ন্তা। বিশেষ করে তোমার পক্ষে, যে সর্বদা প্রাসাদে থাকে, তার মহাত্মার সঙ্গ করা অত্যন্ত কঠিন। হে সৌম্য, দয়া করে আমাদের বল কিভাবে তুমি নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করেছিলে? দয়া করে আমাদের এই সংশয় দূর কর।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'দৈত্যবালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।